‘আল-আকিদাতু ওয়া আসারুহা ফি বিনায়িল জিল’ বইয়ের অনুবাদ

আকিদাহর পরিশুদ্ধি

শাইখ ড. আবদুল্লাহ আযযাম

অনুবাদ কৃতজ্ঞতা

ভাষাঘর

ভাষা-সম্পাদনা

তাইব হোসেন

নিরীক্ষণ

উসতায শাইখুল ইসলাম

প্রকাশনা বিভাগ, ইলমওয়েব

বিষয়সূচি

শুরুর কথা | ১৭

ভূমিকা

মানবহৃদয় গঠনে আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ | ২১

প্রথম অধ্যায়

আকিদাহ-পরিচিতি | ২৮

আকিদাহ কী | ২৮

প্রথম রুকন : শাহাদাতান | ২৯

দ্বিতীয় রুকন : মালাক | ৩৫

তৃতীয় রুকন : আসমানি গ্রন্থ | ৩৬

চতুর্থ রুকন : নবি-রাসুল | ৩৯

পঞ্চম রুকন : আখিরাত | ৩৯

ষষ্ঠ রুকন : ভাগ্য | ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকিদাহগত বিকৃতি : মানবজাতির বিপর্যয় | ৪৪

আকিদাহর বাস্তবতা | ৪৪

আকিদাহর গুরুত্ব | ৪৫

দর্শন ও কালামশাস্ত্র | ৪৮

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আকিদাহ বিকৃতি | ৫৩

আকিদাহ বিকৃতির ফলাফল | ৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

আকিদাহর বৈশিষ্ট্য | ৬১

বিজ্ঞান ও ধর্ম | ৬১

আল্লাহর অস্তিত্ব ও বিজ্ঞান | ৬২

আকিদাহর ছায়ায় | ৬৫
ইবাদত ও মুআমালাত | ৬৮
আকিদাহর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব | ৬৯

চতুর্থ অধ্যায়
আল্লাহর পরিচয় : আকিদাহর মূল বুনিয়াদ | ৭৮
আল্লাহর সিফাত-পরিচিতি | ৭৮
সিফাতের মাসআলায় চারটি মাযহাব (মত ও পন্থা) | ৭৯
মুশাব্বিহাহ ও মুজাসসিমাহ | ৭৯
মুয়াত্তিলাহ ও জাহমিয়াহ | ৮০
সালাফদের আকিদাহ | ৮০
পরবর্তীদের আকিদাহ | ৮৫
আমাদের আকিদাহ | ৮৬

পঞ্চম অধ্যায়
আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্টি : আকিদাহর স্তম্ভ | ৯০
দাসত্বের প্রথম শর্ত | ৯০
ভ্রান্তির অপনোদন | ৯২
মানবজীবনে আল্লাহর আইনের প্রয়োজনীয়তা | ৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
শরিয়াহ-প্রত্যাখ্যান : বড় কুফর | ৯৯
দাসত্ব কেবল স্রষ্টার | ৯৯
আল্লাহ ও রাসুলের কাছে সব বিচার-ফায়সালার ভার অর্পণ | ১০৩
শর্তহীন আত্মসমর্পণ | ১০৫
কুরআন-সুন্নাহ প্রকাশ্য অর্থে | ১০৭
গভীর ষড়যন্ত্র | ১০৮
জাহিলিয়াতের বিধান | ১১১

সপ্তম অধ্যায়

অপব্যাখ্যার কবলে বিধানপ্রণয়নসংক্রান্ত আয়াত | ১১৩

নিগূঢ় বাস্তবতা | ১১৩
ভ্রান্ত যুক্তি | ১২১
ভ্রান্তির অপনোদন | ১২২
যুক্তি-২ : কুফর দুনা কুফর (ছোট কুফর) | ১২২
খণ্ডন | ১২৫
যুক্তি-৩ : কুফরের জন্য জুহুদ ও ইসতিহলাল শর্ত | ১২৭
খণ্ডন | ১২৮
যুক্তি-৪ : হাকিমিয়াহসংক্রান্ত আয়াত ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জন্য অবতীর্ণ | ১৩০
খণ্ডন | ১৩২
সারসংক্ষেপ | ১৩৭
শেষ কথা | ১৪১

অষ্টম অধ্যায়

আকিদাহর শুদ্ধি ও অশুদ্ধি : পরিণাম-পরিণতি | ১৪৪

করুণ পরিণতি | ১৪৪
প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা | ১৪৬
বিপরীতমুখী দৃশ্য | ১৪৮
হৃদয়ে গাঁথা আকিদাহ | ১৪৯
আকিদাহর ছায়াতলে | ১৫২

নবম অধ্যায়

কীর্তিমানের কীর্তিগাঁথা | ১৫৪

জীবনচিত্র | ১৫৪
যে সমাজ আকিদাহয় গড়া | ১৫৮
এক প্রাণ, এক দেহ | ১৫৯
শেষ অনুরোধ | ১৬২

ভূমিকা

মানবহৃদয় গঠনে আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

'তবে কি তারা আল্লাহর দ্বীন বাদ দিয়ে অন্য কিছু তালাশ করে? অথচ আসমান-জমিনে যা কিছু আছে, সবই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।'[১০]

আকিদাহ এমন এক বিশ্বস্ত নিয়ন্ত্রক, যা মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে পরিচালনা করে। চালচলনে দিকনির্দেশনা দেয়। আকিদাহর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার ওপর ভিত্তি করেই মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজ প্রকাশ পায়। এমনকি আকিদাহ ওইসব আবেগও নিয়ন্ত্রণ করে, যা হৃদয়ানুভূতিকে মাড়িয়ে আত্মার চারপাশ আন্দোলিত করে এবং ওইসব সংশয় আর খুঁতখুঁতে ভাবও, যা সবসময় কল্পনাজগতে উড়ে বেড়ায়।

সংক্ষেপে বলা যায়, আকিদাহ আচরণবিধির মগজ। তাই, এর সামান্য অংশেও যদি বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে তা মানুষের আচার-আচরণে এক বিশাল বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে এবং সরল পথের মাঝে অঘোচানো এক দূরত্ব সৃষ্টি করবে। তাই তো কুরআন মানুষের আকিদাহগঠনে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। আকিদাহ এই দ্বীনের এমন এক মৌলদর্শন, যা ছাড়া দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। এমন কোনো সুরা পাওয়া যাবে না, মাক্কি বা মাদানি যে সুরাই হোক না কেন, যেখানে মানুষকে পুরোপুরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি সব আচরণকে মহান এই আকিদাহর সাথে যুক্তকরণের নির্দেশ নেই। বিশেষ করে মক্কায় অবতীর্ণ সুরাগুলো মূলত আকিদাহ গঠনের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছে। আকিদাহই একমাত্র বিষয়বস্তু, যা গঠনের গুরুভার মক্কায় অবতীর্ণ সুরাগুলো গ্রহণ করেছে।

---

[১০] সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৮৩

তাই তো আমরা নিজেদের চলার পথে—একাকী হোক বা সম্মিলিত—যত বিকৃতির শিকার হচ্ছি সবকিছুর মূল কারণ, আমরা বিকৃত মতবাদ ও চিন্তাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। আজ নতুন করে মানবজাতির আকিদাহ গঠন করা খুবই জরুরি। সেই সাথে বিকৃত মতবাদ ও চিন্তাদর্শের বিশুদ্ধিও অপরিহার্য।

আল্লাহর উলুহিয়াতের (ইবাদত) একত্ব মেনে নেয়া, তাঁর বড়ত্ব অন্তরের গভীরে গেঁথে নেয়া এবং তাঁর ভালোবাসায় হৃদয়কে কানায়-কানায় পূর্ণ করে তোলা উচিত। তাঁর বড়ত্ব ও সম্মানের অনুভূতি ছাড়া অন্তরে প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তিনটি বিষয়ের ওপর এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত :

১. উলুহিয়াতের হাকিকাত (বাস্তবতা)।
২. উবুদিয়াতের (দাসত্ব) বাস্তবতা।
৩. রব ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন।[১১]

আল্লাহর পরিচয় ও মর্যাদা, বান্দা হিসেবে নিজ কর্তব্য সম্পর্কে জানা এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যোগসূত্র—এই তিনটি বিষয় অন্তরে গেঁথে নেয়া অপরিহার্য। এর ভিত্তিতে বলা যায়, যার অন্তরে এই দ্বীনের হাকিকাত (বাস্তবতা) মজবুত হয়নি, তার কাছ থেকে শরিয়াতের শাখাগত বিষয় খোঁজা অর্থহীন। অথচ আল্লাহর বড়ত্ব মহাজগতের প্রতিটি নির্জীব-সজীব বস্তুর মাঝে প্রতিমুহূর্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রয়েছে।

সত্য কথা হলো সুমহান এই দ্বীনের বাস্তবতা ও প্রকৃতি বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানাই রয়ে গেছে। তাদের এক বিশাল অংশ প্রথাগত ইবাদতের কিছু বিষয় ওই অন্ধের মতো পালন করে যায়, যে হাতির লেজ আঁকড়ে ধরে মনে করে হাতির দেহ ধরে আছে। যখন তাকে বলা হয়, হাতির বিবরণ দাও তো দেখি, অমনি সে বিবরণ দিতে শুরু করে—হাতি কঠিন এক টুকরো মাংসপেশির সাথে জড়ানো কিছু লোমগুচ্ছ। সারা দুনিয়ার মানুষও যদি তাকে বোঝাতে চায় ওটা হাতি নয় অন্য কিছু, তবুও তাকে তার অসাড় ধারণা থেকে ফেরাতে পারবে না।

---

[১১] উলুহিয়াত ও উবুদিয়াতের হাকিকাত বা বাস্তবতা হলো বান্দা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত ও দাসত্ব স্বীকার করবে না। কেবল আল্লাহরই ইবাদত ও দাসত্ব করবে। সেই সাথে পুরো মানবজাতিকেও এক ইলাহের ইবাদত ও দাসত্বের দিকে আহ্বান করবে। জমিনে আল্লাহর ইবাদত ও উবুদিয়াত প্রতিষ্ঠায় নিজের জীবন ও সম্পদ কুরবান করবে। আর বান্দা ও রবের মাঝে সম্পর্কের উচ্চ মাকাম হচ্ছে ইহসান। ইহসান হলো এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন বান্দা আল্লাহকে দেখছে। আল্লাহকে না-দেখলেও বান্দার এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তো তাকে দেখছেন। **[ভাষা-সম্পাদক]**

প্রথম অধ্যায়

আকিদাহ ও তাওহিদ পরিচিতি

আকিদাহ কী

আকিদাহ বলতে ইমানের ছয়টি রুকনের (ভিত্তি) ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা বোঝায়। আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইমান কাকে বলে?' তিনি বলেন,

أَنْ تؤْمِنَ باللَّهِ، ومَلائِكَتِهِ، وكِتابِهِ، ولِقائِهِ، ورُسُلِهِ، وتؤْمِنَ بالبَعْثِ، وتؤْمِنَ بالقَدَرِ كُلِّهِ،

'আল্লাহ, তাঁর মালায়িকাহ, কিতাব, তাঁর সাক্ষাৎ, রাসুল, পুনরুত্থান ও তাকদির—এ সবগুলোর প্রতি তুমি ইমান আনবে।'[২১]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনাসূত্রে ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু[২২] সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম জানতে চাইলেন—আমাকে ইমান সম্পর্কে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَنْ تؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

'তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালায়িকাহ, কিতাব, রাসুল ও আখিরাত দিবস

[২১] সহিহ মুসলিম, ইমান অধ্যায়, হাদিস নং : ৭

[২২] মারফু বলা হয় ওইসব কথা, কাজ ও সমর্থনকে, যা সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। চাই তা সহিহ হোক বা দয়িফ। [নিরীক্ষক]

এবং তাকদিরের ভালোমন্দের ওপর ইমান আনবে।'[২৩]

আভিধানিকভাবে عقيدة (আকিদাতুন) শব্দটি فعيلة (ফায়িলাতুন) শব্দের ওজনে এসেছে। তবে এখানে معقودة (মাকুদাতুন) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এটা عقد (আকদ) ধাতুমূল থেকে নির্গত; যার অর্থ রশি বাঁধা, কেনাবেচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করা। يعقده (ইয়াকিদুহু) অর্থাৎ তাকে বাঁধা, সন্ধিচুক্তিকে মজবুত ও সুদৃঢ় করা। অঙ্গীকার ও সন্ধিচুক্তিকেও 'আকদ' বলে।[২৪] অতএব, আকিদাহ্ নামকরণের কারণ হলো, কেমন যেন আকিদাহ্ দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ একটি অঙ্গীকারনামা ও সুদৃঢ় হাতল। এই আকিদাহ্ মানুষের অন্তরে গেঁথে যায় এবং বিশ্বাসের কেন্দ্রে পৌঁছে যায়।

প্রথম রুকন : শাহাদাতান

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল)—এ দুটো বাক্য এতই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি, যার ওপর এই দ্বীন সুস্পষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর এটি এমন অনন্য পথ, যা প্রতিটি পথ অনুসন্ধানীকে দারুস সালামে (জান্নাত) পৌঁছে দেয়।

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এই কিতাব দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথ দেখান, নিজ হুকুমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন।'[২৫]

এই মূলনীতি—তাওহিদুল উলুহিয়াহ্[২৬]—সব মূলনীতির ভিত্তি; বরং এটি সেই সুদৃঢ় ভিত্তি, যার ওপর আল্লাহর নাযিলকৃত সকল নবির দ্বীন প্রতিষ্ঠিত।

---

[২৩] সহিহ মুসলিম, ইমান অধ্যায়, হাদিস নং : ১

[২৪] আল-কামুসুল মুহিত, আইন (العين) অধ্যায় : ১/৫১৩

[২৫] সুরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ১৬

[২৬] উলুহিয়াহ শব্দটি এসেছে ইলাহ (إله) থেকে। ইলাহ শব্দের অর্থ উপাস্য বা মাবুদ। তাওহিদুল উলুহিয়াহর অপর নাম তাওহিদুল ইবাদাহ। তাওহিদুল উলুহিয়াহ বা তাওহিদুল ইবাদাহ হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহিদ বা একত্ব বজায় রাখা। যেমন, সালাত, দুআ, হজ, যাকাত, কুরবানি ইত্যাদি ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা। [ভাষা-সম্পাদক]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

'আপনার আগে আমি যত রাসুলই পাঠিয়েছি, তার প্রতি আমি এ ওহিই করেছি—আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত করো।'[২৭]

এক

এই মূলনীতি—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই)—ঘোষণা করে, এই মহাজগৎ এক অদ্বিতীয় ইলাহেরই ইচ্ছার প্রকাশ। তাঁর নির্দেশেই গোটা জগৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাঁর কুদরতেই পৃথিবীর সব বিষয় পরিচালিত হয়। তাঁর হাতেই প্রতিটা সৃষ্টির প্রতিটা বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছার বাইরে নয়, কোনো বস্তুই তাঁর অভিলাষ থেকে পালাতে সক্ষম নয়।

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

'মুসা বলল—আমার রব তো সেই সত্তা, যিনি প্রতিটি বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দিয়েছেন, তারপর দেখিয়েছেন পথনির্দেশনা।'[২৮]

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۞ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۞ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

'তোমার সুমহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো, যিনি সবকিছু সৃষ্টি ও সুবিন্যস্ত করেছেন; যিনি সুপরিমিত করেছেন আর পথ দেখিয়েছেন।'[২৯]

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

'মহিমা সেই পবিত্র সত্তার, যিনি জমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ ও তাদের (মানুষের) এবং তারা যার কথা জানে না, তাদেরও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।'[৩০]

জগতের প্রতিটি বস্তুই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সৃষ্টি—এই সূক্ষ্ম সূত্র যেন কোনোভাবেই আমাদের অন্তর থেকে বিস্মৃত হয়ে না-যায়।

---

[২৭] সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৫

[২৮] সুরা ত্ব-হা, ২০ : ৫০

[২৯] সুরা আল-আলা, ৮৭ : ১-৩

[৩০] সুরা ইয়া-সিন, ৩৬ : ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকিদাহগত বিকৃতি : মানবজাতির বিপর্যয়

আকিদাহর বাস্তবতা

আকিদাহ নিয়ে আমরা সামনে যত দীর্ঘ আলোচনা করব, সেখানে কিছু সূক্ষ্ম আলোচনা থাকবে। এগুলো আমাদের অন্তর থেকে কোনোভাবেই যেন হারিয়ে না-যায় :

১. এই আকিদাহ আল্লাহপ্রদত্ত। এটি মানবজাতির জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত সর্বশেষ মানহাজ।

২. পুরো শরিয়াহ এই আকিদাহর ভিত্তিমূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটিই মানবজাতিকে দ্বীনি কল্যাণের পথ দেখাবে।

৩. একমাত্র এই আকিদাহই মানবজীবনে আত্মিক ও দৈহিক বিধানের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেছে, মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় আসমান ও জমিনের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে এবং দ্বীনি বিধিনিয়মে ইবাদত ও আমলের মাঝে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে। উসতায সাইয়িদ কুতুব[৬৮] 'আল-আদালাতুল ইজতিমায়িয়াহ' গ্রন্থে এভাবেই আলোচনা করেছেন।

---

[৬৮] সাইয়িদ ইবরাহিম হুসাইন কুতুব [৯ অক্টোবর, ১৯০৬—২৯ আগস্ট, ১৯৬৬] : মিশরীয় আলিম, সাহিত্যিক ও দায়ি। প্রথম জীবনে ছিলেন সংস্কৃতিমনা। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অনুগামী হয়েই চলেছিলেন। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ইখওয়ানুল মুসলিমে প্রবেশ করেন। এ পর্যায়ে এসে সাইয়িদ কুতুব এমন রচনাও করেন, যা আহলুস সুন্নাহর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বিশেষ করে সাহাবা কিরামের ব্যাপারে। একপর্যায়ে তিনি ইখওয়ানের চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে ইসলামের আদি ও সঠিক বয়ান পেশ করতে থাকেন। তাঁর চিন্তাভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মানহাজের সাথে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লিখেন 'মাআলিম ফিত-তরিক'। মূলত এ বইয়ের জন্যই তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এ পর্যায়ে তিনি তাঁর আগের সেই বিতর্কিত বইটার আপত্তিজনক অংশ সরিয়ে দেন। ১৯৬৬ সালে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। রাহিমাহুল্লাহ। (আরও দেখুন : সাইয়িদ কুতুব, 'ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূলনীতি (লেখক পরিচিতি অংশ), সত্যায়ন প্রকাশন প্রকাশিত) [ভাষা-সম্পাদক]

৪. মানুষের সব আমল ও আচরণ আকিদাহরই প্রতিফলন। আকিদাহই এগুলোর ভিত্তি।
৫. আকিদাহর সাথে সম্পর্কহীন আমলের কোনো মূল্যই নেই।

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

'যারা তাদের রবের সাথে কুফরি করে তাদের উদাহরণ হলো, তাদের আমলগুলো যেন ছাইয়ের স্তূপের মতো, যার ওপর দিয়ে ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যায়। তারা নিজ উপার্জন দিয়ে কিছুই করতে পারে না। এটাই সুস্পষ্ট ভ্রান্তি।'[৬৯]

দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তিকামীদের জন্য, সৌভাগ্য, নিরাপত্তা ও আত্মপ্রশান্তির পিছুছোটা লোকদের জন্য এই পাঁচটি বিষয় আলোর মিনার হয়ে থাকবে।

আকিদাহর গুরুত্ব

আল্লাহ কুরআনের বড় একটি জায়গা স্বতন্ত্রভাবে এই আকিদাহর জন্য নির্ধারণ করেছেন, এর জন্য দীর্ঘ সময় দিয়েছেন, যেন এই আকিদা হৃদয়ের গভীরে ভালোভাবে বদ্ধমূল হতে পারে। মাক্কি জীবনের প্রায় পুরোটা অংশজুড়েই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া কোনো আয়াতের অবতারণা করা হয়নি। কেবল এ বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, আকিদাহর মাধ্যমে অন্তর গঠনের ধারাটি ধীর ও শ্রমসাধ্য। কখনো কখনো এ কাজ করার জন্য এমন এক বিশাল পরিব্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন পড়ে, যে সময়ে একটি মানবদেহ বেড়ে ওঠে।

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

'আমি কুরআনকে ভাগ ভাগ করে অবতীর্ণ করেছি, যেন তা বিরতিসহ মানুষের সামনে পড়তে পারো। আর আমি তা ধাপে ধাপে নাযিল করেছি।'[৭০]

পৃথক অনুশীলন ও দীর্ঘ সময়ের যেমন প্রয়োজন, তেমনিভাবে শরিয়াতের সব বিধিবিধান প্রয়োগের জন্য আকিদাহ হৃদয়ের গভীরে ভালোভাবে গেঁথে যাওয়াও অপরিহার্য। আর এ কারণেই মদিনায় সাহাবা কিরামের অন্তরে আকিদাহ দৃঢ়ভাবে গেঁথে না-যাওয়া পর্যন্ত

[৬৯] সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ১৮

[৭০] সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ১০৬

শরয়ি বিধান অবতীর্ণ হতে বিলম্ব হয়। আর আল্লাহ তো সাহাবা কিরামকে নিজ কুদরতের পর্দা বানিয়েছেন, তাঁদের হাতেই এই দ্বীনের বিজয় দিয়েছেন।

উসতায আবুল হাসান আলি নাদবি[৭১] তাঁর ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলিমদের পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো)[৭২] কিতাবের 'ইনহাল্লাতিল উকদাতুল কুবরা (বড় গিঁট খুলে গেল)' নামক শিরোনামে লিখেছেন,

> 'এরপর সেই বৃহৎ গিঁটটা নিমিষেই খুলে গেল, অর্থাৎ শিরকি ও কুফরি আকিদাহর গিঁট। সাথে সাথে অন্যান্য সবগুলো গিঁটও খুলে যায়। তাঁদের পেছনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা জিহাদ করার প্রথমবারেই করেছেন। এরপর প্রতিটি আদেশ-নিষেধের জন্য নতুন করে আর জিহাদের প্রয়োজন পড়েনি। জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধেই ইসলামের বিজয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর থেকে সবকটি যুদ্ধময়দানে বিজয় ছিল তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছিল, ঠিক ওই মুহূর্তে পুরোনো মদের পেয়ালাগুলো তাঁদের আঙুলের ডগায় শোভা পাচ্ছিল। কিন্তু কুরআনের আয়াত মদের পেয়ালা এবং মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা ঠোঁট আর উত্তেজিত হৃদয়ের মাঝে পর্দা টেনে দেয়। মদের বড় বড় শরাবদানিগুলো যখন ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, পুরো মদিনার অলিগলি পথঘাট ভেসে যায়।'[৭৩]

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (তোমরা মদপান থেকে বিরত হবে না?)[৭৪]—এই একটি মাত্র বাক্য তাঁদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে বয়ে চলা আদি স্বভাবকে নিমিষেই উৎপাটন

---

[৭১] সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদবি [৫ ডিসেম্বর, ১৯১৩—৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯] : ভারতীয় আলিম, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও দায়ি। তাঁর প্রভাব ও খ্যাতি উপমহাদেশ ছাড়িয়ে আরবেও বিস্তৃত হয়েছিল। ছিলেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলর ও সিন্ডিকেট সদস্য। এ ছাড়াও তিনি মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপকও ছিলেন। 'মা-যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমিন' বইটিই তাঁকে আরববিশ্বে খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৮০ সালে কিং ফায়সাল পুরস্কারও পান তিনি। (সূত্র : উইকিপিডিয়া) [ভাষা-সম্পাদক]

[৭২] আমি গ্রন্থটির গুরুত্ব ও মূল্যায়ন নিয়ে কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। তাই বলছি, প্রতিটি মানুষেরই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা উচিত। আরও ভালো হতো যদি প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই বইটি রাখা হতো। [লেখক]

[৭৩] মা-যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমিন, পৃষ্ঠা : ৮৮

[৭৪] সুরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৯১

করে ফেলল। তাঁরা সমস্বরে বলে ওঠেন, اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا—আমরা নিবৃত হলাম, আমরা নিবৃত হলাম। অথচ আমেরিকা এই মদ নিষিদ্ধ করার জন্য অত্যাধুনিক সব ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করেছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, টকশো, আলোচনা-পর্যালোচনা, বিভিন্ন চিত্র, এমনকি নাটক-সিনেমা তৈরি করেছিল মদের ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরার জন্য। এর বিরুদ্ধে ষাট মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করেছিল। প্রায় দশ বিলিয়নের মতো লিফলেট ছাপানো হয়েছিল এবং এই আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়। এতে তিনশো জন নিহত হয়, অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি গ্রেফতার হয়। চার বিলিয়ন চারশো মিলিয়ন সমমূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু এতকিছুর পরও আমেরিকানদের মদের প্রতি নেশা আশংকাজনক হারে বাড়তেই থাকে। যার কারণে আমেরিকান প্রশাসন ১৯৩৩ সালে মদকে বৈধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।[৭৫]

কারণ একটাই, আইন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আকিদাহ থেকেই উৎসারিত হয়। ঠিক একইভাবে আকিদাহই এই দ্বীনবৃক্ষের শেকড়। যতক্ষণ না এই শেকড় মাটির গভীরে ছড়াবে, এই সুউচ্চ বৃক্ষের ডালপালার ভার সে বইতে পারবে না। তাই তো বিশুদ্ধ আমলের জন্য আবশ্যক হচ্ছে অন্তরের গভীরে থাকা মজবুত ইমান। আকিদাহর দৃষ্টান্ত ওই বিশাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরের মতো, যার সুদৃঢ় ভিত এবং মজবুত খুঁটির প্রয়োজন হয়, যেন এর ওপর ভবনটি স্থির হতে পারে। এই বাস্তবতা থেকেই প্রকট হয়ে ওঠা আরও একটি বিষয় হলো—ভবন বানানোর আগে ভিত্তিপ্রস্তর ও উৎসমূলকে মজবুত করে নির্মাণ করা, নয়তো পুরো ভবনটিই ধসে পড়তে পারে।

তাই, যাদের আমরা এই মহান দ্বীনের দিকে আহ্বান করি অথবা যাদেরকে ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর গড়ে তুলতে চাই, সবকিছুর আগে ইমানের শিক্ষা দিয়ে শুরু করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, যখন ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত এই প্রজন্মের সন্তানদের হৃদয়ে আকিদাহর বুঝ বিবর্ণ হয়ে গেছে। এর জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানহাজ রেখে গেছেন, প্রতিটি ব্যক্তিকে সে মানহাজই অনুসরণ করতে হবে। তারপর তাদের শরিয়াতের ফুরুয়ি (শাখাগত) বিষয়গুলো মানতে বলা হবে। মানুষদের বোঝাতে হবে, তাদের রব কে? মহাবিশ্বে আল্লাহর বড়ত্ব, ক্ষমতা, কেমন ও কতটা অন্তহীন! তিনিই সকল সম্রাটের সম্রাট, তাঁর হাতেই সব বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ। তিনিই সব বান্দার ওপর মহানিয়ন্ত্রক। তাঁর দিকেই সব বিষয় ফিরে যায়। তিনিই সর্বস্রষ্টা ও রিযকদাতা। এই বিষয়গুলো প্রথমেই শিক্ষা দিতে হবে। আমরা যদি প্রথমেই তাদেরকে শরিয়াতের শাখাগত বিষয়গুলো মানতে বলি, তাহলে এটা হবে শূন্যে বীজ অঙ্কুরোদগম করার অর্থহীন প্রচেষ্টা। অথচ এখনো তারা সৃষ্টির স্রষ্টাকেই চেনেনি।

[৭৫] তাফসির ফি যিলালিল কুরআন : ৫/২৭

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্টি : আকিদাহর স্তম্ভ

দাসত্বের প্রথম শর্ত : আল্লাহর শরিয়াতের কাছেই সব ফায়সালা অর্পণ

বর্তমান মানবজাতি যেসব দুরবস্থা অতিক্রম করছে, যেসব জটিল পথপরিক্রমা দিয়ে মানুষ চলাচল করছে, মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে-স্থলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার সবই হয়েছে আল্লাহর কিতাবের কাছে নিজেদের বিচার-ফায়সালাকে না-ফেরানোর কারণে। কুরআনের কাছে সব বিচারকাজ ন্যস্ত করা কোনো নফল কাজ নয়, বরং তা ইমানের অন্যতম অংশ। এটি মানবজাতির দুঃখ-কষ্টের একমাত্র চিকিৎসা। এ বিষয়ের অনুপস্থিতি মানে ইমানই অনুপস্থিত। কুরআনুল কারিমে এসেছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘না, তোমার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবদমান বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানে। তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও তাতে তাদের মন সবরকম সংকীর্ণতামুক্ত থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়[১৮৭]

এই আয়াত আমাদের এই মহান দ্বীনের বড় এক মূলনীতি হিসেবে কাজ করে। আর এই মূলনীতি এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, এ ছাড়া ইমান ও ইসলামই মূল্যহীন। যেদিন থেকে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সেদিন থেকে এটি মুসলিমদের মূল ও সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল। এটিই ছিল তাঁদের সবচেয়ে বড় বুনিয়াদি বিষয়। সব যুগেই এমন হওয়া উচিত। এটি বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় বিষয়, যার দিকে সব মুসলিমের চিন্তা ও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সব বিচারকাজকে কুরআন-সুন্নাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে ন্যস্ত করার নামই ইসলাম। কুরআনুল কারিমের এ আয়াতটি এমন কম্পনধরানো বক্তব্য তুলে ধরছে, যার

[১৮৭] সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫

সামনে মানুষের শরীরের জোড়া-উপজোড়া শিউরে ওঠে। যা শুনলে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে পাহাড়-পর্বতও। এটি ধ্রুব সত্য, ধারণা ও কল্পনার চেয়ে বহুগুণে স্পষ্ট, যা মানুষের হৃদয় থেকে কখনো অদৃশ্য হয় না এবং মানুষের মস্তিষ্ক থেকে বিস্মৃত হয় না। আর তা এ জন্যই যে, আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই সাম্রাজ্যে বসবাস করি। আমরা তাঁর অসংখ্য সৃষ্টি থেকে একপ্রকার সৃষ্টিমাত্র। তাই তাঁর বিধান আমাদের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাঁর বিধান আমাদের মাঝে প্রয়োগ করতে হবে। নয়তো যেকোনো বিধানই পৃথিবী ও মানবজাতির স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতে পারে। আর এমন ঘটলে তা হবে মহান স্রষ্টা আল্লাহর বিনা অনুমতিতে বৈরী আচরণ; বরং মালিকের রাজ্য, নিয়মনীতি এবং দাসদের নিয়ে মালিকের বিরুদ্ধেই শত্রুতায় অবতীর্ণ হওয়া। এ হবে মহাবিশ্বের মহিমান্বিত সম্রাটের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ—যিনি আপন রাজত্বে যেভাবে চান, সেভাবেই হস্তক্ষেপ করেন—তাঁরই সাথে অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া, পরিশেষে তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করে বসা।

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায় না, বরং তারা যা করে সে ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।'[১৮৮]

আল্লাহর দ্বীন তাঁর সব আদেশ-নিষেধের সমষ্টি। যেভাবে ইবাদত-বন্দেগিসহ সব বিধিবদ্ধ কাজকর্ম ইসলামের শাআয়িরে[১৮৯] বাস্তবায়নের মাঝে প্রস্ফুটিত হয়, শরিয়াত ও সার্বিক বিধানের মাঝে প্রতিফলিত হয়, ঠিক সেভাবে আল্লাহর দ্বীন আকিদাহর সবদিকে মুড়িয়ে থাকে। শরিয়াতের প্রতিটি দিক যেভাবে পরিপূর্ণ, এগুলোর কোনো অংশ যদি চ্যুত হয় বা ব্যাহত হয়, তাহলে এই দ্বীন তার অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে অনেক পিছিয়ে যাবে। ইসলাম তো ওইসব যন্ত্রাংশের মতো গভীরভাবে সংযুক্ত, যার কোনো একটি অংশ যদি খুলে নেয়া হয় বা তার গঠনবহির্ভূত নতুন কোনো যন্ত্রাংশ সংযুক্ত করা হয়, তাহলে সেই যন্ত্রটি একেবারেই বিকল ও অকেজো হয়ে পড়ে।

আল্লাহর জন্যই অনন্য অতুলনীয় ও সর্বোন্নত উপমা। মহান রবের দ্বীন কখনোই মানবপ্রসূত জীবনধারার সাথে একত্রে বাস করতে পারে না এবং নিজ রং ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করে না। এই দ্বীনের সর্বশেষ অধ্যায়ও শরিয়াতের মাধ্যমে পূর্ণতায় পৌঁছেছে, যা অবতীর্ণ

---

[১৮৮] সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৩

[১৮৯] শাআয়ির (شعائر) শব্দটি শায়িরাতুন (شَعِيرة)-এর বহুবচন। শায়িরাতুন (شَعِيرة) হলো প্রতীক, চিহ্ন, নিদর্শন। সুতরাং দ্বীনের শাআয়ির হলো এমন কিছু বস্তু, আমল বা স্থান যা আল্লাহ সম্মানিত করেছেন এবং যা দ্বীনের নিদর্শন বা চিহ্ন হিসেবে পরিচিত। যেমন পবিত্র কাবা, দাড়ি, মিসওয়াক ইত্যাদি। [ভাষা-সম্পাদক]